এমএসএস খবর

এপ্রিল,২০২১ সংখ্যা

MSS
Working for the People

এমএসএস-এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক

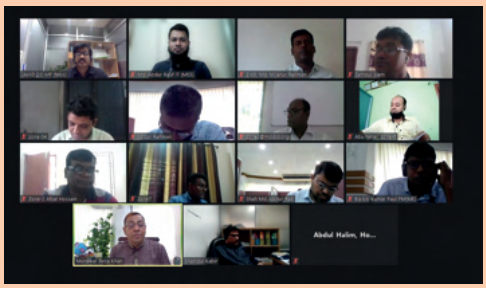

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ এর নেতিবাচক প্রভাবে সংকটে পড়ছে বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান। এমএসএস এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সংকট উত্তোরণে নতুন কর্ম-কৌশলে যাচ্ছে। আর এ উপলক্ষ্যে গত ২৪ এপ্রিল, ২০২১ সংস্থার প্রেসিডেন্ট জনাব ফিরোজ এম হাসান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বিজনেস প্ল্যান প্রণয়ন-এর প্রস্তুতি বিষয়ক জুম মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত বিজনেস প্ল্যান-এর আওতায় নতুন ২১টি শাখা খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও এই মিটিং-এ সংস্থার বিভিন্ন ঋণ কার্যক্রম ভিত্তিক বেশ কিছু কর্ম-কৌশল গ্রহণ করা হয়।

বয়স্ক ভাতা ও মৃতের সৎকারের জন্য অর্থ সহায়তা করেছে এমএসএস

মানবিক সাহায্য সংস্থা নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কল্পে বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের সমান্তরালরূপে ষাটোর্ধ্ব নারী-পুরুষকে জনপ্রতি ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে মাসিক পরিতোষক ভাতা প্রদান এবং মৃতের সৎকারের জন্য জনপ্রতি ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা সহায়তা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

আর এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এপ্রিল-২০২১ মাসে সংস্থা এ খাতে ৯৭ জনের মাঝে ৪৮,৫০০ টাকা পরিতোষক ভাতা প্রদান করেছে এবং এপ্রিল-২০২১ মাস পর্যন্ত সংস্থা এ খাতে মোট ১২,১৩,৫০০ টাকা প্রদান করেছে। মৃতের সৎকারের সহায়তার আওতায় এপ্রিল ২০২১ মাসে সংস্থা ৪ জন মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য ৮,০০০ টাকা সহায়তা প্রদান করেছে এবং এপ্রিল-২০২১ পর্যন্ত সংস্থা মোট ৭৬ জন মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য ১,৫২,০০০ টাকা সহায়তা প্রদান করেছে।

এমএসএস এর ব্যবস্থাপনায় তেইশটি পরিবার পেলো বসত ঘর ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন

নিরাপদ বাসস্থান ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা মানুষের সামাজিক অধিকার। আর এই অধিকার নিশ্চিত করতে এমএসএস তার নিয়মিত গৃহ ঋণ প্রকল্পের আওতায় গত মার্চ, ২০২১ মাসে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় মোট তেইশটি পরিবারকে নির্দিষ্ট আকারের গৃহ ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে এই পরিবারগুলোয় বসবাসযোগ্য কোনো ঘর এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা ছিল না। মূলত, এমএসএস-এর গৃহ ঋণ প্রকল্পের আওতায় অল্প জমির অধিকারী স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য নাম মাত্র মুনাফায় গৃহ ঋণ প্রদান করে থাকে যা ৩৬ মাস মেয়াদী এবং সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। সুবিধাভোগী পরিবারগুলো এই গৃহ ঋণ পেয়ে এমএসএস-এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এমএসএস এর ঋণে পলি বেগম আজ বড় ব্যবসায়ী

মোছাঃ পলি বেগম এখন কাদিরগঞ্জ গ্রাম, দরিখরবোনা ইউনিয়নের (বোয়ালিয়া, রাজশাহী) বড় ব্যবসায়ী। অথচ বছর সাতেক আগেও তিনি ছিলেন সাধারণ একজন গৃহিণী। আলাদা করে তাকে কেউ চিনতো না। স্বামীর আয়ে খুব কষ্ট করে সংসার চলতো তাদের। কিন্তু এখনকার চিত্র বেশ ভিন্ন। ইউনিয়নে হোসিয়ারি ব্যবসায়ীর কথা বললেই সবাই তার বাড়ির ঠিকানাসহ বলে দিতে পারে।

পলি বেগম ৭ বছর ধরে এসএসএস-এর অগ্রসর ঋণী সদস্য। ঋণ নিয়েছেন ৭ বার। ঋণের কিস্তি এখনও চলছে। তবে এই কিস্তি পরিশোধ করার মাঝেও তার মূলধন প্রায় ৮ লাখ টাকায় পৌঁছেছে। তার বর্তমান ব্যবসায়ে কর্মচারিদের বেতন বাদ দিয়েও তিনি মাসে ৬০ হাজার টাকা আয় করছেন। এ ছাড়াও তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৭ জন দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ছেলে-মেয়ে ভালো স্কুলে যাচ্ছে। তার সাথে বাসার মেরামত কাজটাও সমাধান হয়েছে। সব মিলিয়ে, পলি বেগম তার পরিবার নিয়ে বেশ ভালো আছেন।

পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা স্মরণ করে পলি বেগম খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, "আল্লাহ আমার দিন ফিরাইছে। খুব কষ্টে দিন গেছে। আমার পরিবার বিশেষ করে স্বামী সব সময় আমার পাশে ছিলেন। এমএসএস আমাকে যথাসময়ে ঋণ দিয়ে সাহায্য করেছে। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।" এমএসএস-এর ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এমন হাজারো নারী উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে যারা অধিকাংশই পূর্বে অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল ছিলেন।

এটি মানবিক সাহায্য সংস্থা'র মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের একটি প্রকাশনা
সেল সেন্টার (৪র্থ তলা),২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫